দৈনিক জনকণ্ঠ

11 MAR 2008

আইটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করুন ॥ এআইইউবি সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সোমবার দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সরবরাহ এবং এ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। খবর বাসসর।

তিনি আরও বলেন, আইটি খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন একদিকে আমাদের জ্ঞান আহরণের বিপুল সুযোগ দিয়েছে এবং অন্যদিকে আমাদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে আইটির সুবিধা গ্রহণ করার লক্ষ্যে সকলের জন্যই সর্বশেষ আইটি জ্ঞান থাকা জরুরী।

রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর অষ্টম সমাবর্তনে পদক প্রদান করছেন এক ছাত্রকে

রাষ্ট্রপতি সোমবার সকালে শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর ৮ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন। এআইইউবির উপাচার্য ড. কারমেন জেড ল্যামাগনা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ও এআইইউবির ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. আনোয়ারুল আবেদীন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসায়ুকি ইনু সমাবর্তন বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাঃ আমিনুল করিম, সচিব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও প্রেস সচিব আবদুল আওয়াল হাওলাদার এতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন বলেন, উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইটির ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ

(১১-পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

আইটির সর্বোত্তম (১২-এর পাতার পর)

মোকাবেলায় মানব সম্পদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তিনি বলেন, আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিপ্লব এবং বাজার অর্থনীতির উত্থান আমাদের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। যা হোক, বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিযোগিতা পরায়ণতা ও প্রযুক্তিগত বিভাজন দক্ষ মানবসম্পদ দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করতে চাই যেখানে সার্বিক উন্নয়নে জ্ঞানই হবে মূল প্রণোদনা।

তিনি আশা করেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে মানুষের উত্তরাধিকার ও জন্মগতবোধ লালনে সমাজের বিদগ্ধ সমাজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে আসবে।

রাষ্ট্রপতি গ্রাজুয়েশনপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তাদের পেশাগত জীবনে সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যা এবং ন্যায়বিচারের পরিবর্তে অবিচারের সঙ্গে আপোস না করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দেশ ও নিজের মঙ্গলের জন্য আপনাদের অবশ্যই বিবেক ও নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে হবে। আমি আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি। আমাদের সবার ওপর সর্বশক্তিমানের অশেষ করুণা বর্ষিত হোক।

এআইইউবির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সমাবর্তনে বিভিন্ন অনুষদের সর্বমোট ৭৪৩ ছাত্রছাত্রীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এ ছাড়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পদক প্রদান করা হয়। এর মধ্যে চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক ৩, চেয়ারম্যান পদক ৫, ভাইস চ্যান্সেলর পদক ৮, কুম লাউডে ৪৪, মেঘনা কুম লাউডে ১৯ ও সুম্মা কুম লাউডে ১১।

এ আইইউবির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডা. আনোয়ারুল আবেদীন ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এআইইউবি মানসম্মত শিক্ষাদানে সদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কারমেন জেড ল্যামাগনা বক্তব্যে বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরু করে এবং আইটিও মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা প্রদান অব্যাহত রেখে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে।